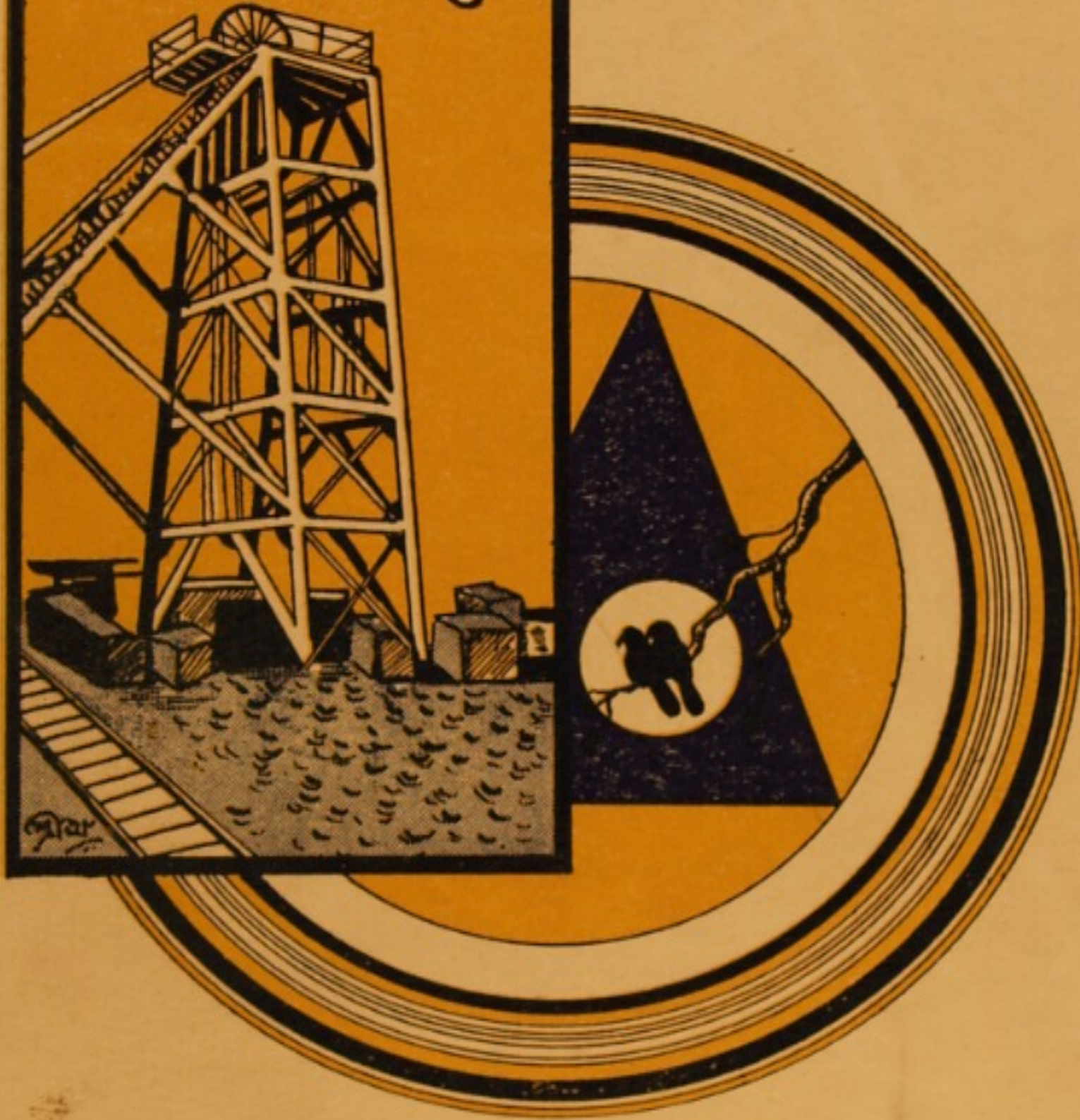
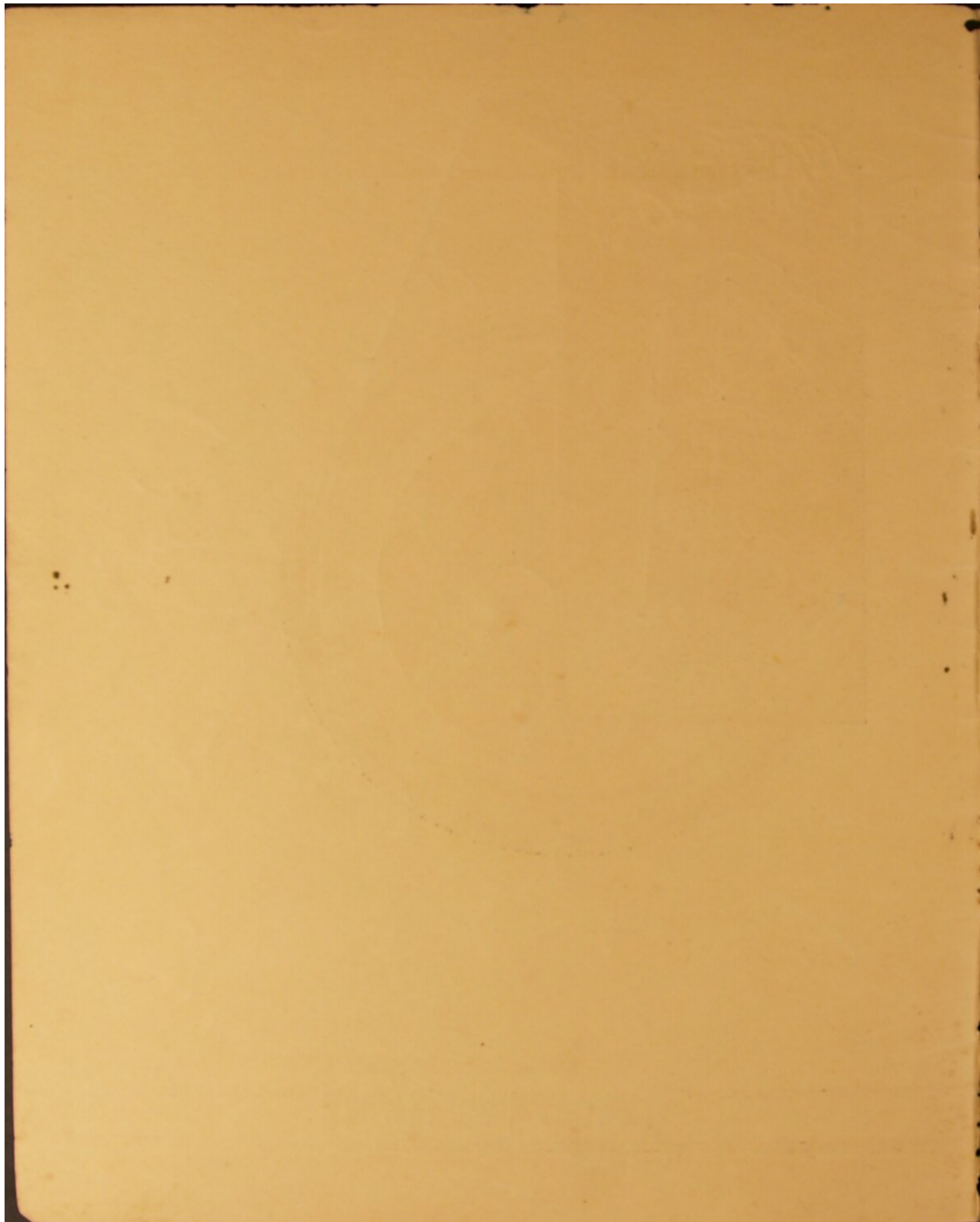


आजल सुधी



दशवानी





IMP. ART. COT. - CAL.

ছন্দোবেশিনী শ্রীমতী মায়া



স্বপ্ন

ফোন বি, বি, ৩৪১৩।
৭৬১৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর
প্রযোজনায়

কালী ফিল্মসের
নূতনতম-দান

পাতাল পুরী

গল্প ও চিত্র-নাট্যকার

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মূল-বয়ী

মধুসূদন শীল এম, এসসি

আলোক-চিত্রশিল্পী

ননী সান্যাল

শব্দ-বয়ী

জগদীশ বসু

শিল্পী

পটরেশ বসু

অতি আধুনিক আর-সি-এ
শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত

প্রথম আনুষ্ঠান
শনিবার ২৩শে মার্চ,
১৯৩৫।

শ্রেষ্ঠাংশে—

তিনকড়ি চক্রবর্তী, জীবন গাঙ্গুলী, মায়া মুখার্জী ও শিশুবালা





== পরিচয় ==

মাতলা সন্দার	...	তিনকড়ি চক্রবর্তী
মুংরা	...	জীবন গাঙ্গুলী
টুম্নি	...	মায়া মুখার্জী
বিলাসী	...	শিশুবালা
ঠিকাদার	...	পরেশচন্দ্র বসু
টুম্নির প্রতিবেশিনী	...	কমলা (ঝরিয়া)

পাতাল পুরী

[গল্পাংশ]

রিক্রুটারের কাজ—দিন মজুরী খাটবার জগ্গে
কুলি সংগ্রহ করা । হারাধন—কয়লা-কুঠির
রিক্রুটার । কোর্ট-প্যান্ট পরে' রীতিমত সাহেব
সেজে সঙ্গে একজন এ্যাসিস্-
টেন্ট নিয়ে সে তখন
সাঁওতাল-পরগণার গ্রামে গ্রামে
ঘুরে' বেড়াচ্ছে ।

COMING ATTRACTIONS !

1 TREASURE ISLAND

(M. G. M.)

2 BARRETS OF
WIMPOLE STREET

(M. G. M.)

3 MERRY WIDOW

(M. G. M.)

4 BIDYA SUNDAR

(Kali Films)

5 PRAFULLA

(Kali Films)

6 THE LIVES OF A
BENGAL LANCER

(Paramount)

7 THE PAINTED VEIL

(M. G. M.)



ভাল মানুষ এই সাঁওতাল-
গুলো দেখতেও বেশ জোয়ান,
যা শোনে চট করে' তাই বিশ্বাস
করে, তাই এই সাঁওতাল-পরগণার
একটা গ্রামে কাজ তার মন্দ হ'লো
না। জন-ত্রিশেক লোককে সে
ভোলালে। ভুলিয়ে তাদের ষ্টেশনে
নিয়ে যাচ্ছিল ট্রেন ধ'রতে।

যাদের নিয়ে যাচ্ছিল তাদের
মধ্যে একজন ছিল চমৎকার
দেখতে, যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি
সুপুরুষ ; নাম—মুংরা।

মুংরা হয় ত আসতো না
তাদের সঙ্গে, এলো শুধু মনের
ছুখে।

তাদের গ্রামের মাতলা-সর্দার
বলেছে,—ছোঁড়াটার বাড়ী-ঘর-
দোর কিছু নেই, ওর সঙ্গে মেয়ের
বিয়ে সে দেবে না।

অথচ ওই মাতলা-সর্দারের
মেয়ে টুম্নি তার আবাল্য সহচরী ;
টুম্নিকে সে ভালবাসে।

টুম্নি কিন্তু তার বাপের কথা শুনলে না, লুকিয়ে সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এলো। ষ্টেশনে
যাবার পথে সে মুংরার সঙ্গে নিলে।



কয়লা-কুঠিতে এলো মুংরা আর টুম্নি। ছ'জনে
এক সঙ্গে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করতে
লাগল।

এখানে এসে বাউরিদের একটা মেয়ের সঙ্গে
হ'লো তাদের ভাব। মেয়েটার নাম বিলাসী।
দেখতে সুন্দরী, কিন্তু বড় সাংঘাতিক মেয়ে।

বিলাসী চাইলে টুম্নির কাছ থেকে মুংরাকে
ছিনিয়ে নিতে।



এদিকে তখন তার একমাত্র কণ্ঠার সন্ধানে
বুড়ো মাতলা-সর্দার কয়লা-কুঠিতে এসে হাজির!
টুম্নিকে বললে, 'রাগ করে' চলে এলি মা? আমি
তোদের নিতে এসেছি। চল তোরা ছ'জনেই চল!

টুম্নি গেল না। মুংরাও গেল না।

বুড়ো বাপ মনের ছুখে আবার তার সেই শূন্য
কুটিরে ফিরে' গেল।

বিলাসীর সঙ্গে মূরার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়ে চলেছে! শেষে এমন হলো যে টুমনিও তা টের পেলে।

টের পেয়ে বিলাসীকে এক দিন সে মেরে বসলো।

বিলাসীও ছাড়বার মেয়ে নয়। সে তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।



কয়লার যে খনিতে তারা কাজ করছিল সে খনির অবস্থা তখন নিতান্ত খারাপ। 'পিলার-ব্রাস্টিং'এর পর ছ' তিন জায়গায় তখন আগুন ধরেছে।

আগুন বন্ধ করবার চেষ্টার ক্রটি হয় না। দেয়ালের পর দেয়াল গাঁথা চলে। কিন্তু দেয়াল ফুটো করে' হঠাৎ এক-একদিন আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে।

আগুনের সঙ্গে ফুটোর মুখে সে দিন গ্যাস্ দেখা গেল। বিষাক্ত গ্যাস্। কুলি-কামিনেরা কাজ করতে পারে না। গ্যাস্ নাকে ঢুকলেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যায়।

ঠিকাদার বললে, 'ফায়ার ক্লে' (Fire Clay) দিয়ে এই ফুটো যে বন্ধ করতে পারবে তাকে বখশীশ দেয়া হবে দশ টাকা ।



মুংরা রাজী হ'লো। কিন্তু এই ফুটো বন্ধ করতে গিয়ে খাদের নীচে এমন একটা কাণ্ড ঘটলো যা নিয়ে টুমনির সঙ্গে মুংরার হ'লো ভীষণ এক ঝগড়া !

শেষ পর্য্যন্ত ঝগড়ার ফল হ'লো এই যে, টুমনি মুংরাকে ছেড়ে চলে গেল। সেই যে গেল, কিছুতেই সে আর ফিরলো না।

এইবার মুংরা আর বিলাসী !

বিলাসী দেখলে, সুন্দর সুপুরুষ হ'লে কি হ'বে, অসভ্য এক গুঁয়ে এই সাঁওতালটাকে সম্পূর্ণ নিজের করে' পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। টুমনিকে সে কিছুতেই ভুলবে না।



বিলাসী চেষ্টা করলে বিস্তর, কিন্তু কিছুতেই না পেরে শেষে সে নিজের পথ ধরলে।
 এই নিয়ে আবার একটা বাধলো গণ্ডগোল! যে বিলাসীর জন্যে টুম্নিকে সে এত কষ্ট দিয়েছে,
 সেই বিলাসী তাকে ছেড়ে ব্যাভিচারিণী হবে এও মুংরার অসহ।
 বিষ কাঁড় দিয়ে তাকে মারতে গেল।
 মারতে গিয়ে ধরা পড়লো। ধরা পড়ে হ'ল তার ছ'বছর জেল।

বিলাসীর প্রতি বিতৃষ্ণায় অন্তর তখন তার ভরে' গেছে। জেল থেকে খালাস পেয়ে কয়লা-কুঠির
 দেশে মুংরা আর ফিরে গেল না। বেকলো সে তার আবালা-সহচরী টুম্নির সন্ধানে।
 তারপর কেমন করে' শেষে তারা একত্রে মিলিত হ'লো অশ্রু-করণ সে মিলন-দৃশ্য ছবিতে
 দেখাই ভালো।



পাতালপুরীর গান

— এক —

কুলি কামিনদের গান

কেটে ঠাকুর নাচে, নাচে গো—
হাতের বাঁশী নিয়ে নাচে ।
ও বাবুরা সর্ব্বই দাঁড়া
মোহন-চূড়া ঠেকবে চরণে ॥
বাজনা বাজায়ো সই বাজনা বাজায়ো !
আনন্দ-কলসী সই হেলায়ে ডুবাবো—
সই বাজনা বাজায়ো !
আমরা মন-গুমনে রই
আমরা নাবালু দেশের বাউরি—
সই লো !
শ্রামকে মনে পড়লে মোরা আয়না ধরে দেখব,
সিকি নয় আধুলী নয় যে গিরায় বেঁধে রাখব ।
বন কত দূরে সই বন কত দূরে—
কেটে হরণ হ'লো গোপিনী কঁাদে সই লো—
আমরা মন-গুমনে রই ॥

অজ্ঞাত

— দুই —

টুমনীর গান

ও শিকারী মারিস্ না তুই
মাণিক-জোড়ের একটিকে হে ।
মাণী-হারা পাখীটও
মরিবে ঝঁপুর্ বিরহে ॥
একা পাখীর শাপ লেগে হে
যাবে সুখের ঘর ভেঙে
পাখী-মারা তীর এসে তোরা
বিধিবে আমার বৃকে হে ॥
কাজী নজরুল ইসলাম

— তিন —

টুমনীর গান

তোরা সঙ্গে করব ভাব
তোরা সঙ্গে যাইব হে—
তোরে দিব সর্ব্ব বেলের মালা ।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়



— চার —

বিলাসীর গান

সিঁথি কুলে বন করেছে আলা লো

সিঁথি কুলে বন করেছে আলা ।

ও ছুঁড়ী তুই ঝড়িয়ে দে গা—

সকল যাবে আলা লো—

সকল যাবে আলা !

শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

— পাঁচ —

টুম্নির গান

তুমি এসেছ কি এসো নাই

এখনও নজরে দেখি নাই হে—

এখনও নজরে দেখি নাই ।

শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

— ছয় —

কয়লাকুটির কামিনদের গান

দীরে চল্ চরণ টলমল্

সখী, নতুন মদের নেশা

পিয়েছি বিষ-মেশা

চলতে পথে উঠি চম্কে ।

একি খাওয়ালো মুখপোড়া কালো ছোঁড়া

ওঠে অন্ধ ক্ষণে-ক্ষণে ছম্কে ॥

গুরুজনের কাছে ঢলে' ঢলে' পড়ি,

গেল কুলমান আমি লাজে মরি,

ও সে কদম-তলায়

বাঁশী বাজায়

আড় চোখে চায়

পেলে একলা পথে আগলে দাঁড়ায় সে থম্কে ॥

কাজী নজরুল ইসলাম



— সাত —

মুংরা ও বিলাসীর গান

মুংরা ।—ফুল ফুটেছে কয়লা-ফেলা ময়লা টবে ঝড়িতে ।

আমি বাউরি হয়ে উড়ে যাবো, উড়ে যেমন ঘুড়িতে ॥

বিলাসী—তোমার বিরহে ময়লা ছোঁড়া বুড়ী হ'লাম কুড়িতে,

পুড়ে হ'লাম কয়লা-পোড়া আর পারি না পুড়িতে ॥

মুংরা ।—চুরি করে' নিয়ে যাব ডাগর-চোখো ছুঁড়ীকে

সিঁড়ি-খাদের পাতালপুরীতে ॥

বিলাসী—ঠুনকো মনের কালো-শনী

তোরে বাঁধবো নাকো

বাঁধবো নাকো ঠুনকো কাঁচের চুড়িতে

রাখব বেঁধে বাজুর ডুড়িতে ॥

কাজী নজরুল ইসলাম



— আট —

মাতালশালে ঝুমুর গান

বাবা ভোলা ভোলানাথ

সকল কাজে করে' বসে ভুল রে—

সকল কাজে করে' বসে ভুল!

(৩ তার) হাতেতে ডমরু শিঙা
কানে গোঁজা ধুতুরারি ফুল ॥

পরে' আছেন বাথের চাম্,

মুখে বলেন হরির নাম,

(৩ তার) নেশা খেয়ে আঁধি ঢুল ঢুল রে—

নেশা খেয়ে আঁধি ঢুলঢুল ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়



— নয় —

মাতলা-সর্দারের গান

ছথের সাথী গেলি চলে

কোন সে দেশে বিহান্ বেলা ।

ও তুই মাঠে আছিস লুকিয়ে বুঝি,

তাই মাটি খুঁড়ে' তোরে খুঁজি,

আমায় নিয়ে যা রে, যে দেশে তুই

আমি রইতে নারি আর একেলা ॥

কাজী নজরুল ইসলাম

ফোন বি, বি, ৩৪১৩।



৭৬৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

— দশ —

মুংরার গান

তালপুকুরে তুলছিল সে শালুক-সুঁদির ফুল রে—
 শালুক-সুঁদির ফুল ।
 চুলু চুলু চোখ রে তার এলোথেলো চুল,
 (ও তার) এলোথেলো চুল ॥

(আমার) হাতের ধনুক রইলো হাতে
 তীর ছুঁড়তে হ'য়ে গেল ভুল,
 (ও তার) এলোথেলো চুল ।
 সেই ফুল-বিলাসীর তরে আমার গেল জাতিকুল রে—
 গেল জাতিকুল ॥
 কাজী নজরুল ইসলাম



ফোন বি, বি, ৩৪১৩।



— এগার —

বিলাসীর গান

এলো খৌপায় পরিয়ে দে পলাশফুলের কুঁড়ি লো—
 পরিয়ে দে বেলোয়ারী চুড়ি ।
 কালো-শশী বনে আবার বাজালো বাণুরী লো—
 বাজালো বাণুরী ॥
 কাজী নজরুল ইসলাম

— বারো —

বিলাসীর গান

আঁধার ঘরের আলো ও কালো শশী
 আঁধার ঘরের আলো ।
 কে বলে তোরে কালো ওই রূপে মন ভুলালো,
 তোরই রূপের মোহে
 আমি মরি বিরহে
 যত পরাণ দহে
 তত বাসি যে ভালো ॥
 কাজী নজরুল ইসলাম

— তেরো —

টুমণীর প্রতিবেশিনীর গান

দিনের আলো ফুরায়ে যায়—
 আঁধার আলো ফুরায়ে যায় ।
 আয়রে ঘরে ফিরে আয়—
 ঝড়ে-ওড়া পাখী আমার—
 ফিরে আয়রে ফিরে আয় ॥
 দিশে হারা দিক হারানো—
 ঘরেতে তোর ঘরেতে ফিরে আয়
 ওরে ফিরে আয় ।
 একা কাদে সাথী হারা
 বুক ভাসানো অঝোর ধারা
 পাগল পারা তোরে ছাড়া
 পাগল পারা ॥
 দূরের পানে রাখি আঁধি
 রয় জাগি হায় রয় জাগি
 তোর তরে হায়—ফিরে আয় ॥
 কমলা (ঝরিয়া)

৭৬১৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,



— চৌদ্দ —

টুমনির প্রতিবেশিনীর গান

বল গো তায় ফিরে যেতে
বল গো যেন আর আসে না
আমায় যে দিলে মন বেদনা
(যে দিলে)

কাল রূপ আর হেরব না
তায় দূরেতে নি কালো
তায় ফিরে যেতে বল ;
দেহু রাখি ফিরি বনে
সে কি প্রেমের বেদন জানে

গো-রাখা রাখালের সনে
প্রেম ক'রে এই হ'ল
ফিরে যেতে বল ।

ও বিশাখা ও ললিতে
তোরা জানিস ভাল মতে
জেনে শুনে হাতে হাতে
দিলি গো ম'পে গরল
তারে ফিরে যেতে বল ॥
কমলা (ঝরিয়া)



— টুকিটাকি —

খালভরা—অপরকে গালাগালি দেবার প্রয়োজন হ'লে কয়লা-কুঠির দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ এই 'খালভরা' শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকে। মানুষের মৃত্যুর পর তাকে কবর দিতে হ'লে প্রথমে খাল কাটতে হয়, তারপর তার মৃত দেহ দিয়ে সেই খাল ভরাই করে; 'খালভরা' কথাটার সৃষ্টি সম্ভবত এই থেকেই হয়েছে। 'খাল-ভরা' অর্থাৎ মরে' যা।



মাতালশাল—শুঁড়িখানা।
মাতালেরা যেখানে ব'সে
ব'সে মদ খায়। যেমন
পাঠশালা, টেকিশালা,
তেমনি মাতালশালা।

বিষ-কাঁড়—হিংস্র বন্যজন্তু
জানোয়ার শীকার করবার
জন্তে সাঁওতালেরা একরকম
বিষাক্ত-তীর তৈরি করে।
কি সব গাছের পাতা নিঙড়ে
রস বের ক'রে তীরের ফলায়
মাখিয়ে আগুনে গরম ক'রে
বিষ-কাঁড় তৈরি করতে

সাঁওতালেরা অনেকেই জানে। এই তীরে ফলা একবার যদি রক্তের সঙ্গে মেশে ত' সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তার অনিবার্য।

কামিন—যে-সব স্ত্রীলোক দিন-মজুরী খাটে তাদের 'কামিন' বলা হয়।

— শিশু-সাহিত্যে নূতনতম দান —

শ্রী অখিল নিয়োগীর লেখা

ফণজন্মা

পড়ে না হেসে থাকতে পারবেন না ! অসংখ্য কাটুনে ভর্তী !

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাবেন।

দাম মোটে একটাকা।



দূরের মানুষ সামনে হয়
তার
ফটো যদি সঙ্গে রয়

সচিত্র কাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।
বাংলা সচিত্র ফটো শিক্ষা
মূল্য ১।০

চৌরঙ্গী ক্যামেরা স্টোরস্

ফোন ৪৩০ কলিকাতা
১২, চৌরঙ্গী কলিকাতা।

সকল প্রকার
ডেভলপিং প্রিন্টিং
এনলারজিং
সুলভে ও সুন্দর
ভাবে করা হয়।
পরীক্ষা
প্রার্থনীয়।

FOR UP-TO-DATE
POSTERS BOOK COVERS & DESIGNS

Consult—
Artist, AKHIL NEOGY,
5, Abhoy Guha Road, Calcutta.
(opp. Rupabani)

BOOM YOUR GOODS.
THROUGH
Slide and Programme Advertisement

Phone No. B. B. 3934
Apply :—B. NAN (Sole Agent)
16-1A, Beadon Street, Calcutta,

— মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে —
এম্ব্রয়ডারী ছাপিতে
কাননবালা ঘোষের ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে

অজন্তা আদর্শ সুচী চিত্র
ট্রেসিং বা কারবন লাগে না।
এম্ব্রয়ডারী সরঞ্জাম বিক্রেতা—
ঘোষ এণ্ড সন,
৬২৭ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত অয়েল মিলের

তৈল ব্যবহারে

ফোন বিবি ২১১৪

এবি এবি ইয়না
মিল ও অফিস
২৪৩, অপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

— ছেলে-মেয়েদের
— ছ'খানা বই



শ্রীহেমেশঙ্কর রায়ের
নতুন উপহার

এ বইখানি হ'চ্ছে বাংলায় "Alice in Wonderland" ! ছোট ছেলে-মেয়েরা এ বইখানি হাতে পেলে আমোদে মেতে উঠবে! চমৎকার ছবি-আঁকা রং-চঙে মলাট,—ভিতরেও ছবির পর ছবি! অথচ দাম মোটে আট আনা!

"বসুমতীর" ভূতপূর্কক সহকারী সম্পাদক
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত।



শিক্ষা ও আনন্দের অপূর্ণ
চয়ন—অসংখ্য রঙবেরঙের ছবিতে ভরা
তৃতীয় সংস্করণ—দাম মোটে ছ'আনা

ইষ্টান-ল-হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

'পাতালপুরী'র

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

শুভদিন

সূচিত হইবে, ১লা বৈশাখের ব্রাহ্মমূহুর্তে—

কমলিনী সাহিত্য-মন্দিরে!

উপন্যাস সাহিত্যের ভক্ত-মাত্রেই সেই শুভদিনের মানত ১ একটাকা আলাদা তুলিয়া রাখুন!

আজই পাওয়া যাইবে—

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

মায়ের আশীর্বাদ

কেবল বাংলার যে কোন সারস্বত-মন্দিরে কিম্বা কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের

গদিতে ১ একটা টাকা জমা দিতে হইবে।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির—২২০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

সুখে দুখে

প্রিয়জনের করে

— মনোরম উপহার —

ঋতুরূপ

(অপরূপ গীতিকা)

শ্রীমানমহত্ম কবি কাজী নজরুল ইসলামের পরিচিতি। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীহেমেন্দ্র মজুমদার অঙ্কিত প্রচ্ছদপট। জনপ্রিয় কথাসিল্পী শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ, বি এম-সি রচিত।

— মূল্য এক টাকা। —

ভাব-সম্পদে
রচমা-গৌরবে
গীতি-সম্ভারে
মুদ্রণ-সৌষ্ঠবে

অপূর্ব অনুপম
অভিনব অনবদ্য

বহু-কণ্ঠ-শ্রুত এই গানগুলি ইহাতে আছে :—
“জোছনা-রাতের রূপালী মায়ায় আজকে কাহার ফুলবাসর?”
“ধরার বুকে আগুন জ্বলে বিদায় নেবে ফাগুন হাওয়া”
“নামিল বাদল ওই নামিল বাদল”
“ও মোদের কল্প-লোকের সুন্দরি”
“একটি কথায় দাঁড় নিভিয়ে আমার প্রাণের সকল জ্বালা”
“জীবনে এই একটি দিন, রাখবো প্রিয় নূতন কোরে”
“মায়ায় ভরা হাসির দোলায় কে এলো রে ‘ছলে’ ‘ছলে’”

প্রভৃতি ৩২ খানি সুমধুর সঙ্গীত —

মনস্বী সমাজ
দৈনিক, সাপ্তাহিক
পত্রসমূহ কর্তৃক
উচ্চ প্রশংসিত।

অল্প মূল্যের
শ্রেয়তম উপহার

বান্দলা-সাহিত্যে একরকম বই ইহার আগে আর বাহির হয় নাই।

মণীন্দ্রনাথের আর একখানি সামাজিক মনস্তত্ত্বপূর্ণ ত্রয়াক্ষ নাটক —

— কালবৈশাখী —

(রঙমহলে অভিনীত)

— মূল্য আট আনা —

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

TO LET



FOR
Collapsible Gates
Wrought Iron Gates
and Grilles.

Ring up B. B. 3234

Manufacturers :—

PARIS COLLAPSIBLE
GATE CO.,

16-1-A, Beadon St., Calcutta.

যদি অল্প সময়ের মধ্যে রেডিও-মেকানিক এবং
টকি অপারেটর হইতে ইচ্ছা করেন—

রেডিও টকি

ইনস্টিটিউট

২৪২বি, বহুবাজার স্ট্রীটে অনুসন্ধান করুন।





Printed and Published by G. B. Dey
at the Oriental Printing Works, 18, Brindabun Bysack Street, Calcutta.